নবম সংসদে কারা নির্বাচিত হলেন

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (০১ জানুয়ারি, ২০০৯)

আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে এবং রাষ্ট্রে সুশাসন কায়েম করতে হলে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের প্রাক্কালে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের হলফনামা ও আয়কর রিটার্নে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার জন্য প্রার্থীদের তুলনামূলক চিত্র প্রকাশ করেছি। প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণও আমরা গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেছি। একইসাথে আমরা তুলনামূলক চিত্রগুলো সারা দেশে বিতরণের ব্যবস্থা করেছি। বিতরণের একটি মাধ্যম ছিল প্রায় শ' খানেক নির্বাচনী এলাকায় অনুষ্ঠিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও ভোটারদের 'মুখোমুখি' অনুষ্ঠান।

নবম সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এতে কারা নির্বাচিত হলেন? তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আজ আমরা তুলে ধরছি। একইসাথে আমরা প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণও তুলে ধরছি। একথা সুস্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন যে, আজকের উপস্থাপিত সকল তথ্যই প্রার্থীদের নিজেদের প্রদত্ত হলফনামা ও আয়কর রির্টান থেকে নেয়া।

সংগৃহীত তথ্যগুলো স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রসেসিং করা ছিল একটি দুরূহ কাজ। তা সত্ত্বেও আমরা তথ্যগুলো একত্রিতকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছি। অসংখ্য তথ্য একত্রিত করার ক্ষেত্রে কিছু ভুল থাকা স্বাভাবিক – মানুষের করা কাজে ভুল থাকবেই – যার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনাদের চোখে কোন ভুল ধরা পড়লে এবং জানালে আমরা সাথে সাথে তা সংশোধন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করব। আমাদের ওয়েবসাইট এর ঠিকানা হলো: www.votebd.org এবং www.shujan.org ।

নির্বাচনী ফলাফল

	দলসমূহ	বরিশাল	চট্টগ্রাম	ঢাকা	রাজশাহী	খুলনা	সিলেট	মোট
মহাজোট	আওয়ামী লীগ	১৬	৩২	৮৭	৪৮	৩০	১৭	২৩০
	জাতীয় পার্টি	২	২	৫	১৪	২	২	২৭
	বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি	-	-	১	১	-	-	২
	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	-	২	-	-	১	-	৩
মোট								২৬২
চার দলীয় ঐক্য জোট	বিএনপি	২	১৭	-	৮	২	-	২৯
	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	-	২	-	-	-	-	২
	ইসলামী ঐক্য জোট	-	-	-	-	-	-	-
	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	১	-	-	-	-	-	১
মোট		-	-	-	-	-	-	৩২
	অন্যান্য দল/স্বতন্ত্র	-	২	১	১	১		৫
	মোট	২১	৫৭	৯৪	৭২	৩৬	১৯	২৯৯

- দি ডেইলী স্টার প্রাপ্ত সূত্রে, এবার ৮৭ শতাংশ দেয় ভোট পড়েছে, যা ঐতিহাসিকভাবে সর্বোচ্চ। দেয় ভোট প্রদানের হার ১৯৯১ সালে ছিল ৫৫.৪৫ শতাংশ, ১৯৯৬ সালে ৭৫.৬০ শতাংশ এবং ২০০১ সালে ৭৫.৫৯ শতাংশ।
- কিছু কিছু আসনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 'না' ভোট পড়েছে। কোনো কোনো আসনে 'না' ভোটের অবস্থান ছিল তৃতীয়। প্রায় ৪ লক্ষ বা ১ শতাংশের কিছু কম ভোটার 'না' ভোট দিয়েছেন।
- সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পেয়েছে ৪৯.০২ শতাংশ, বিএনপি ৩২.৭৪ শতাংশ, জাতীয় পার্টি ৬.৬৫ শতাংশ, জামায়াতে ইসলামী ৪.৫৫ শতাংশ এবং অবশিষ্টরা ৭.০৪ শতাংশ (০১ জানুয়ারি, ২০০৯ দি ডেইলী স্টার)। .....শতাংশ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।
- বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী, মহাজোট মোট ২৬২টি আসনে জয়ী হয়েছে। আওয়ামী লীগ নিজেই ২৩০টি, অর্থাৎ তিন-চতুর্থাংশের বেশি আসনে বিজয়ী হয়েছে। ঢাকা ও সিলেট বিভাগে বিএনপি'র কোনো প্রার্থী জয়ী হয় নি।
- জোট সরকারের মোট ৫ জন সাবেক মন্ত্রী বা মন্ত্রী পদমর্যাদার ব্যক্তি ছাড়া সবাই পরাজিত হয়েছেন।

- যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আছে এমন ২২ জন ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে মাত্র ২ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এদের ১ জন আওয়ামী লীগ, আরেকজন বিএনপি দলভুক্ত।
- নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১৪ জন সংখ্যালঘু ও আধিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের সবাই আওয়ামী লীগের অন্তর্ভুক্ত।
- প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী নির্বাচিতদের মধ্যে ৩ জন ঋণখেলাপী রয়েছেন, যারা আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে ২ জন বিএনপি'র এবং ১ জন আওয়ামী লীগের।

আসন অনুযায়ী রাজনৈতিক দলসমূহের ফলাফল, ১৯৯১-২০০৮

		জাতীয় সংসদ নির্বাচন			
	দলসমূহ	পঞ্চম ১৯৯১ (২৭ ফেব্রুয়ারি)	সপ্তম ১৯৯৬ (১ ফেব্রুয়ারি)	অষ্টম ২০০১ (১ অক্টোবর)	নবম ২০০৮ (২৯ ডিসেম্বর)
মহাজোট	আওয়ামী লীগ	৮৮	১৪৬	৬২	২৩০
	জাতীয় পার্টি	৩৫	৩২	১৪	২৭
	বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি	১	-	-	২
	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	-	১	-	৩
	গণতন্ত্রী পার্টি	১	-		-
চার দলীয় ঐক্য জোট	বিএনপি	১৪০	১১৬	১৯৩	২৯
	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	১৮	৩	১৭	২
	ইসলামী ঐক্য জোট	১	১	২	-
	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	-	-	-	১
	অন্যান্য দল/স্বতন্ত্র	১৬	১	১২	৫
	মোট	৩০০	৩০০	৩০০	২৯৯
ক্ষমতাসীন দল		বিএনপি	আওয়ামী লীগ	চারদলীয় ঐক্য জোট	মহাজোট

- গত চারটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পর্যায়ক্রমে ক্ষমতায় গিয়েছে। বিজয়ী দলের আসন সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১ সালে বিএনপি পেয়েছিল ১৪০টি আসন, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ১৪৬টি আসন, ২০০১ সালে বিএনপি পেয়েছিল ১৯৩টি আসন এবং বর্তমান সংসদে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা ২৩০। অর্থাৎ ভোটাররা ক্রমাগতভাবে ক্ষুব্ধ হচ্ছে এবং ব্যর্থতা ও অপশাসনের জন্য ক্ষমতাসীনদেরকে আরো জোরালোভাবে প্রত্যাখান করেছেন। ক্রমাগতভাবে প্রধান দু'টি দলের শক্তি ও সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে।

অষ্টম সংসদ সদস্যদের মধ্যে যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং জিতেছেন

দল	প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আসন সংখ্যা	বিজয়ী আসন সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী সাংসদ সংখ্যা	বিজয়ী সাংসদ সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	৪৩	৪৩	৪১	৪১
বিএনপি	১১৪	১৫	১১০	১৩
জাতীয় পার্টি	৯	৫	৮	৫
জামায়াত	১১	-	১১	-
বিকল্পধারা*	৫	-	২	-
এলডিপি*	৩	১	২	১
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	২	-	১	-
স্বতন্ত্র*	১৭	-	১৭	-

- বিকল্পধারা ও এলডিপি'র সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীই অষ্টম সংসদে বিএনপি'র সংসদ সদস্য ছিলেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী ১৫ জনের মধ্যে ১১ জন বিএনপি'র সাবেক সংসদ সদস্য ছিলেন। বাকি ৪ জন অষ্টম জাতীয় সংসদে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং এবার স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করে পরাজিত হয়েছেন।
- বিএনপি'র টিকেট নিয়ে অষ্টম জাতীয় সংসদের ৯৮ জন সদস্য নবম জাতীয় সংসদের ১০২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এদের মধ্যে ১৪ জন ১৬টি আসনে জিতেছেন।
- আওয়ামী লীগ টিকেট নিয়ে অষ্টম জাতীয় সংসদের ৪১ জন সদস্য নবম জাতীয় সংসদে ৪৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এর মধ্যে সকলে সবকয়টি আসনেই জিতেছেন। তবে আওয়ামী লীগের ২ জন সাবেক সংসদ সদস্য স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করে পরাজিত হয়েছেন।
- নির্বাচনে বিএনপি'র বিপর্যয়ে একটি বড় কারণ হলো 'এন্টি ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর' বা পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণজনিত সুনাম-বদনাম। বিএনপি'র মোট ১২৯ জন সাবেক সংসদ সদস্য ১৩৭ টি আসনে বিভিন্ন টিকেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ১৫টি আসনে জয়লাভ করেছেন। বিএনপি-জামায়াতের সাবেক এমপি'দের এমন গণহারে পরাজয়ের একটি বড় কারণ এদের অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, যুদ্ধাপরাধ ও অন্যান্য অপকর্মের ব্যাপক বদনাম রয়েছে, তাদের অনেকেই সাধারণ ভোটারের মুখোমুখি হতে পারেন নি এবং নির্বাচনে প্রত্যাখাত হয়েছেন।
- আওয়ামী লীগের নির্বাচনে জয়ের একটি বড় কারণ হলো তাদের মাত্র ৪১ জন সাবেক সংসদ সদস্য ৪৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাই আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে 'এন্টি ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর' ব্যাপক ভূমিকা রাখে নি।
- ২৯৯টি আসনের মধ্যে যে ২৯৩ জন ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে ১৬৩ জন বা ৫৬ শতাংশই নতুন মুখ, যারা প্রথমবারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৩২ জন বা ৫৮ শতাংশ, বিএনপি'র ১৩ জন, জাতীয় পার্টির ১৪ জন, জামায়াতের ২ জন এবং স্বতন্ত্র ২ জন রয়েছেন।

নির্বাচিতদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

	দলসমূহ	এসএসসির নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট
মহাজোট	আওয়ামী লীগ	৫ (২.১৭%)	৯ (৩.৯২%)	২৭ (১১.৭৪%)	৯৮ (৪২.৬১%)	৯০ (৩৯.১৩%)	১ (০.৪৩%)	২৩০ (১০০%)
	জাতীয় পার্টি	-	২ (৭.৪১%	২ (৭.৪১%)	১৭ (৬২.৯৬%)	৬ (২২.২২%)	-	২৭ (১০০%)
	বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি	-	-	-	-	২ (১০০%)	-	২ (১০০%)
	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ)	-	-	-	৩ (১০০%)	-	-	৩ (১০০%)
মোট		৫ (১.৯১%)	১১ (৪.২০%)	২৯ (১১.০৭%)	১১৮ (৪৫.০৪%)	৯৮ (৩৭.৪০%)	১ (০.৩৮%)	২৬২ (১০০%)
চার দলীয় ঐক্য জোট	বিএনপি	-	৩ (১০.৩৪%)	১ (৩.৪৫%)	১২ (৪১.৩৮%)	৮ (২৭.৫৯%)	৫ (১৭.২৪%)	২৯ (১০০%)
	জামায়াতে ইসলামী	-	-	-	-	২ (১০০%)	-	২ (১০০%)
	ইসলামী ঐক্য জোট	-	-	-	-	-	-	-
	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	-	-	-	-	১ (১০০%)	-	১ (১০০%)
মোট		-	৩ (৯.৩৮%)	১ (৩.১৩%)	১২ (৩৭.৪০%)	১১ (৩৪.৩৮%)	৫ (১৫.৬২%)	৩২ (১০০%)
	অন্যান্য দল/স্বতন্ত্র	-	-	-	৪ (৮০.০০%)	১ (২০.০০%)	-	৫ (১০০%)
	মোট	৫ (১.৬৭%)	১৪ (৪.৬৮%)	৩০ (১০.০৩%)	১৩৪ (৪৪.৮২%)	১১০ (৩৬.৭৯%)	৬ (২.০১%)	২৯৯ (১০০%)

- নির্বাচিতদের মধ্যে অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত। আওয়ামী লীগের ৮২ শতাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধির স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে। বিএনপি'র এমপি'দের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে ৭৯ শতাংশের। সার্বিকভাবে ৮২ শতাংশ নির্বাচিত

প্রতিনিধিদের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে। প্রায় ৭ শতাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধির শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি ও তার কম।

নির্বাচিতদের পেশা

	দলসমূহ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরী	আইন	অন্যান্য	মোট
মহাজোট	আওয়ামী লীগ	১৪ (৬.০৯%)	১২১ (৫২.৬১%)	২১ (৯.১৩%)	৩৮ (১৬.৫২%)	৩৬ (১৫.৬৫%)	২৩০ (১০০%)
	জাতীয় পার্টি	১ (৩.৭০%)	১৯ (৭০.৩৮%)	৩ (১১.১১%)	৩ (১১.১১%)	১ (৩.৭০%)	২৭ (১০০%)
	বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি	-	২ (১০০%)	-	-	-	২ (১০০%)
	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	-	১ (৩৩.৩৩%)	-	১ (৩৩.৩৩%)	১ (৩৩.৩৩%)	৩ (১০০%)
মোট		১৫ (৫.৭৩%)	১৪৩ (৫৪.৫৮%)	২৪ (৯.১৬%)	৪২ (১৬.০৩%)	৩৮ (১৪.৫০%)	২৬২ (১০০%)
চার দলীয় ঐক্য জোট	বিএনপি	২ (৬.৯০%)	২০ (৬৮.৯৬%)	-	২ (৬.৯০%)	৫ (১৭.২৪%)	২৯ (১০০%)
	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	-	২ (১০০%)	-	-	-	২ (১০০%)
	ইসলামী ঐক্য জোট	-	-	-	-	-	-
	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	-	১ (১০০%)	-	-	-	১ (১০০%)
মোট		২ (৬.২৫%)	২৩ (৭১.৮৮%)	-	২ (৬.২৫%)	৫ (১৫.৬২%)	৩২ (১০০%)
	অন্যান্য দল/স্বতন্ত্র	২ (৪০.০০%)	৩ (৬০.০০%)	-	-	-	৫ (১০০%)
	মোট	১৯ (৬.৩৫%)	১৬৯ (৫৬.৫২%)	২৪ (৮.০৩%)	৪৪ (১৪.৭২%)	৪৩ (১৪.৩৮%)	২৯৯ (১০০%)

- পেশাগত দিক থেকে অধিকাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধিই ব্যবসায়ী। আওয়ামী লীগের ৫৩ শতাংশ ব্যবসায়ি ও বিএনপি'র ৬৯ শতাংশ ব্যবসায়ি। সার্বিকভাবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ৫৭ শতাংশ ব্যবসা তাদের পেশা বলে হলফনামায় ঘোষণা দিয়েছেন। তবে আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে সংসদ সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়িদের হার আরো বেশি হবে বলে আমাদের ধারণা।
- নির্বাচিতদের মধ্যে হলফনামায় ১০ জন প্রার্থী রাজনীতিকে পেশা বলে দাবি করেছেন।
- উল্লেখ্য যে, অতীতে অনেক ব্যক্তি সংসদে নির্বাচিত হয়ে ব্যবসায়ি হয়েছেন।

নির্বাচিতদের মামলা সংক্রান্ত তথ্য (বর্তমান/অতীত)

	দলসমূহ	বর্তমান মামলা	অতীতের মামলা	মোট
মহাজোট	আওয়ামী লীগ	৬১ (২৬.৫২%)	৯৬ (৪১.৭৪%)	২৩০
	জাতীয় পার্টি	১০ (৩৭.০৪%)	১১ (৪০.৭৪%)	২৭
	বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি	১ (৫০.০০%)	২ (১০০.০%)	২
	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	২ (৬৬.৬৭%)	২ (৬৬.৬৭%)	৩
	গণতন্ত্রী পার্টি	-	-	-
	জাকের পার্টি	-	-	-

মোট		৭৪ (২৮.২৪%)	১১১ (৪২.৩৭%)	২৬২
চার দলীয় ঐক্য জোট	বিএনপি	১৭ (৫৮.৬২%)	২২ (৭৫.৮৬%)	২৯
	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	১ (৫০.০০%)	১ (৫০.০০%)	২
	ইসলামী ঐক্য জোট	-	-	-
	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	-	-	১
মোট		১৮ (৫৬.২৫%)	২৩ (৭১.৮৮%)	৩২
	অন্যান্য দল/স্বতন্ত্র	-	৩ (৬০.০%)	৫
	মোট	৯২ (৩০.৭৭%)	১৩৭ (৪৫.৮২%)	২৯৯

- আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রায় ৪২ শতাংশের বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল এবং প্রায় ২৭ শতাংশের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে।
- বিএনপি'র নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রায় ৭৬ শতাংশের বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল এবং প্রায় ৫৯ শতাংশের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে।
- জাতীয় পার্টি'র নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রায় ৪১ শতাংশের বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল এবং প্রায় ৩৭ শতাংশের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে।
- জামায়েত ইসলামী'র নির্বাচিত ২ জন সংসদ সদস্যদের ১ জনের বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল এবং এখনও রয়েছে।
- সার্বিকভাবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রায় ৪৬ শতাংশের বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল এবং প্রায় ৩১ শতাংশের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে।
- প্রার্থীদের মধ্যে ৩ জন ছিলেন হত্যার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত এবং রাষ্ট্রপতির কর্তৃক ক্ষমাপ্রাপ্ত, যার দুই জন বিএনপি মনোনীত। এদের কেউই নির্বাচিত হন নি।
- নির্বাচিতদের মধ্যে ১৮ জনের বিরুদ্ধে বর্তমানে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে হত্যার মামলা রুজু আছে।

দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত প্রার্থী ও নির্বাচিত সংসদ সদস্য (সংখ্যা)

	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	জাতীয় পার্টি	অন্যান্য	মোট
প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থী	২৯ জন	১৭ জন	২ জন	৬ জন	৫৪ জন
নির্বাচিত সংসদ সদস্য	৬ জন	১৭ জন	১ জন		২৪ জন

- আওয়ামী লীগের তুলনায় দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত বিএনপি'র মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা বেশি। তাই গুণগত দিক থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল।
- দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত বিএনপি'র অধিকাংশ প্রার্থীকে ভোটাররা প্রত্যাখান করেছে। একইসাথে প্রত্যাখান করেছে তাদের কিছু প্রার্থীকে যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগ নেই।
- আমাদের জানামতে, নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১ জন দণ্ডপ্রাপ্ত রয়েছেন, যিনি আদালতের হস্তক্ষেপে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন।

নারীর অবস্থান

	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারী		নির্বাচিত নারী	
দলের নাম	আসন	সংখ্যা	আসন	সংখ্যা
মহাজোট	২২	১৯	১৮	১৬
চারদল	১৫	১৩	৫	৩
অন্যান্য	২৫	২৬		
মোট	৬২	৫৮	২৩	১৯

- মোট ২৩টি আসনে ১৯ জন নারী বিজয়ী হয়েছেন। এদের মধ্যে শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া তিনটি করে আসনে বিজয়ী হন। অর্থাৎ প্রায় ৮ শতাংশ আসনে নারীরা বিজয়ী হয়েছেন এবং নব-নির্বাচিত ২৯৩ জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে প্রায় ৬ শতাংশ নারী।
- মহাজোটের ১৬ জন নির্বাচিত নারীর মধ্যে ১৫ জনই আওয়ামী লীগের।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আর্থিক তথ্য

- এনবিআর সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মাত্র ২ জন নির্বাচিত সংসদ সদস্যের টিআইএন নম্বর নেই, অর্থাৎ তারা আয়করদাতা নন।
- নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের জীবনযাত্রা প্রণালীর তথ্য অত্যন্ত প্রণীধানযোগ্য।
- নির্বাচিতদের মধ্যে প্রায় ৪৪ শতাংশ কোটিপতি, যাদের নিজ ও নির্ভরশীলদের নামে নূন্যতম ১ কোটি টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। তবে যেক্ষেত্রে সম্পদের বর্ণনা দেয়া আছে কিন্তু মূল্য উল্লেখ নেই সেগুলো গণনা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও যৌথ্য মালিকানার সম্পদও আমাদের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। উপরন্তু অনেকে সম্পদের তথ্য গোপন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সকল ঘোষিত-অঘোষিত সম্পদের বর্তমান মূল্য হিসাব করলে নির্বাচিতদের তালিকায় কোটিপতির সংখ্যা আরো অনেক বাড়বে। অর্থাৎ আমাদের সংসদ সত্যিকারার্থেই কোটিপতিদের ক্লাবে পরিণত হতে পারে, যা হবে প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ধারণার পরিপন্থি।
- মোট ১২৮ জন কোটিপতির মধ্যে আওয়ামী লীগের ৯২ জন, জাতীয় পার্টির ১৪ জন, বিএনপির ১৯ জন, জামায়াতে ইসলামীর ১ জন, বিজেপি'র ১ জন ও ১ জন স্বতন্ত্র।
- নিজেদের ঘোষণানুযায়ী ১০ কোটির টাকার ওপর সম্পদ আছে ২১ জনের। সর্বোচ্চ সম্পদের অধিকারী গোলাম দস্তগীর গাজী, নারায়ণগঞ্জ-১ আসন (৬৯,২৩,৭৪,৪২৪/- টাকার সম্পদ, দায় রয়েছে ২৩,৭৩,৬৭,০৪৭/-)
- সর্বনিম্ন সম্পদের অধিকারী শেখ আব্দুল ওহাব, যশোর-৬। ৪,১০,০০০/- টাকার সম্পদ। এর পরের অবস্থানে আছেন রণজিত কুমার রায়, যশোর-৪; মোট সম্পদ ৪,৯৫,০০০/-)
- প্রশ্ন থেকে যায়, কোটিপতিরা কীভাবে কোটিপতি হলেন? উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়ে? মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা পালন করে, না রাজনীতির সিঁড়ি বেয়ে?

পরিশেষে আমরা নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। একইসাথে আমরা তাদেরকে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। আমরা তাদের সফলতা কামনা করি, কারণ তাদের সফলতাই হবে পুরো জাতির সফলতা। এক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব, তবে ওয়াচডগের অবস্থান থেকে।

আমরা আশা করি যে, নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। ইতিহাসের শিক্ষা হলো যে, ক্ষমতা দুর্নীতির সুযোগ করে দেয়, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চরম যথেচ্ছাচারের জন্ম দেয়। এছাড়াও আমরা আশা করি যে, বিজয়ীরা এখনই কিছু আস্থা সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ নেবেন। একটা আস্থা সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ হতে পারে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত, অভিযুক্ত এবং বদনাম রয়েছে এমন ব্যক্তিদেরকে মন্ত্রীসভা থেকে দূরে রাখা। কলা গাছে যেমন কাঁঠাল হয় না, তেমনি দুর্নীতিবাজ-দুর্বৃত্তরা নীতি-নির্ধারক হলে তাদের কাছ থেকে গণতান্ত্রিক আচরণ ও সুশাসন আশা করা যায় না।